BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার ১৩

Lecture Content

☑ বাংলাদেশের অর্থনীতি-১

Content Discussion

শিক্ষক ক্লাসে নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমে বুঝিয়ে বলবেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতি

বিশ্বের মানচিত্রে একটি দেশ বাংলাদেশ। জন্মলগ্ন থেকে বঞ্চিত ও শোষিত হয়েছে এদেশটি। কবে আমরা স্বাধীন ছিলাম জানিনা। তবে আমরা শোষিত ছিলাম, নির্যাতিত ছিলাম। যুগে যুগে আমরা শাসিত হয়েছি, শোষিত হয়েছি। সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ আমরা পেয়েছি ১৯৭১ এ স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জনের পর। আমাদের রয়েছে হাজার সমস্যা। এরপরও দেশটিতে রয়েছে সীমাহীন সম্পদ এবং সম্ভাবনাময় মানুষ, যারা দেশটি গড়তে বদ্ধ পরিকর। উন্নয়ন হচ্ছে উত্তরোত্তর। সাথে সাথে অর্থনীতির কাঠামোতে পরিবর্তন আসছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে বৈশ্বিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এর সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্প্রসারিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ

কোনো দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য প্রধানত সে দেশের অর্থনীতির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। অর্থনীতির প্রকৃতি আবার দেশের ভূ-প্রকৃতি, প্রাকৃতিক সম্পদ, জনগণের শিক্ষা ও দক্ষতার স্তর এবং তাদের উদ্যম ও উদ্যোগ গ্রহণের মানসিকতা–এ সবকিছুর উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের অর্থনীতি অতি প্রাচীন কাল থেকেই একটি কৃষিপ্রধান বা কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১. **কৃষিপ্রধান অর্থনীতি:** অতি প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিপ্রধান অর্থনীতি হিসেব পরিগণিত হয়ে আসছে। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের অর্থনীতিতে শিল্পখাতের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. **কৃষিখাতের প্রকৃতি:** কৃষিখাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ খাত। এটি বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত্তিস্বরূপ।

৩. **শিল্পখাতের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব ও অবদান:** বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পখাতের গুরুত্ব ও অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. **শিল্পখাতের প্রকৃতি:** মোট দেশজ উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান ক্রমবর্ধমান হলেও আমাদের শিল্পখাতে মৌলিক ও ভারী শিল্পের (Basic and Heavy Industries) অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। সার কারখানা, চিনি ও খাদ্যশিল্প, বস্ত্র শিল্প, পাটশিল্প, চামড়া শিল্প, তৈরি পোশাক শিল্প দেশের প্রধান প্রধান শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অর্থনীতির উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে দ্রুত শিল্পায়ন প্রয়োজন।

৫. **জনসংখ্যাধিক্য ও শিক্ষার নিম্নহার:** বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এর জনসংখ্যাধিক্য। এদেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৬.৯১ কোটি। জনবসতির ঘনত্ব অত্যন্ত বেশি-প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১১৪০জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও বেশি– ১.৩৭ (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২)

জনসংখ্যাকে দেশের সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে জনসংখ্যা এখন পর্যন্ত একটি সমস্যা। এর কারণ বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার (৭ বছর +) মাত্র ৭৫.২ (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২)। অর্থাৎ প্রায় ২৫ শতাংশ জনগণ নিরক্ষর। নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর করা, প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া, এদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা, কর্মক্ষেত্রে উদ্যোগী করে তোলা, মূলধনের জোগান দেয়া, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি রাষ্ট্রের জন্য একটি বড় চাপ সৃষ্টি করেছে।

৬. **ব্যাপক বেকারত্ব:** জনসংখ্যাধিক্য এবং দ্রুত শিল্পায়নের অভাব দেশে বেকারত্বের জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশে মোট শ্রমশক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বেকার।

৭. **স্বল্প মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার নিম্নমান:** মজুরির নিম্নহার, ব্যাপক বেকারত্ব ও অর্ধবেকারত্বের ফলে জনগণের গড় আয় অর্থাৎ মাথাপিছু আয় কম।

৮. **সঞ্চয়, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের নিম্নহার:** মাথাপিছু আয় নিম্ন হওয়ায় জনগণের সঞ্চয়ের হার কম।

৯. **অবকাঠামোর দুর্বলতা:** অবকাঠামো প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয়: সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন ইত্যাদি সামাজিক অবকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। যোগাযোগ ব্যবস্থা (যেমন: ডাক ও টেলিযোগাযোগ, ইলেকট্রনিক যোগাযোগ), পরিবহন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন: ব্যাংক, বীমা এবং শিল্পের জন্য ঋণদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানি সরবরাহ, বাঁধ ও সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি অর্থনৈতিক অবকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। এই আর্থসামাজিক অবকাঠামো অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিস্বরূপ।

১০. **বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা:** আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানের উপর বাংলাদেশ অতিমাত্রায় নির্ভরশীল ছিল। তবে বিগত প্রায় ১ দশক ধরে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১১. **বৈদেশিক বাণিজ্য:** বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রধানত স্বল্পমূল্যের কৃষিজাত পণ্য, শিল্প পণ্যের মধ্যে তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার, সিরামিক দ্রবাদি এবং শ্রমিক রপ্তানি করে। কিন্তু বাংলাদেশের আমদানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে উচ্চমূল্যের মূলধন সামগ্রী যেমন, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি এবং খাদ্য ও বিলাস দ্রব্য (রঙিন টেলিভিশন, গাড়ি, প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি।)

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রেক্ষিত ও পঞ্চবার্ষিকী

বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা

নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশের যাবতীয় সম্ভাব্য উপকরণগুলোর হিসাব-নিকাশ ও তাদের দক্ষ ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সুচিন্তিত কর্মধারা হলো উন্নয়ন পরিকল্পনা। অর্থাৎ কোন দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সামগ্রিক কর্মকৌশলই হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা। সাধারণভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলতে মূলত অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বুঝানো হয়। অর্থাৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা মূলত সমার্থক। অর্থনৈতিকভাবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, সেসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ অর্থনৈতিক কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়।

- বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কাজ করে– ৪ ধরনের।
  যথা: ১. পরিকল্পনা কমিশন ২. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC) ৩. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNEC) ৪. পরিকল্পনা উইং/মন্ত্রণালয়
- বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে– বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
- বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন যে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন– পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
- পরিকল্পনা কমিশনের সদর দপ্তর/অবস্থিত– ঢাকার আগারগাঁওয়ে
- পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান– প্রধানমন্ত্রী
- পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেন– রাষ্ট্রপতি
- প্রথম যে দেশ উন্নয়নে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তন করে– সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)
- উন্নয়নে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রবর্তক– জোসেফ স্ট্যালিন। (১৯২১)
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে– ৮টি
- বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ– ১৯৭৩-৭৮
- উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের বিভাগ রয়েছে ৩টি। যথা: ১. সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২. কার্যক্রম ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং ৩. সেক্টর বিভাগ
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যতটি উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে– ১১টি
- গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা - ৮টি
- বাংলাদেশে দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে– ১টি (১৯৭৮-১৯৮০)
- দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র রয়েছে– ২টি। যথা:
  ১. PRSP– Poverty Reduction Strategy Papers.
  ২. IPRSP– Intertim Poverty Reduction Strategy Papers.
- 'অর্থ বিল' সম্পর্কিত বিধানাবলী রয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানের – ৮১(১) অনুচ্ছেদে

এক নজরে বাংলাদেশে গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ

ক্র.নং	উন্নয়ন পরিকল্পনার নাম	মেয়াদ/সময়
১	প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	১৯৭৩-১৯৭৮
২	দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৭৮-১৯৮০
৩	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	১৯৮০-১৯৮৫
৪	তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	১৯৮৫-১৯৯০
৫	চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	১৯৯০-১৯৯৫
৬	পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	জুলাই, ১৯৯৭- জুন, ২০০২
৭	পঞ্চদশ বার্ষিকী পরিকল্পনা	১৯৯৫-২০১০
৮	দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP)-১	জুলাই, ২০০৫-২০০৮
৯	দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP)-২	জুলাই, ০৮-জুন,১১ (ব্যয়-২,৮১,৪৮১ কোটি টাকা)
১০	সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	২০১৬ - ২০২০
১১	অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	২০২১-২০২৫

❐ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

বাংলাদেশের পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত শীর্ষ সরকারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন। এটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন। উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দেশে চার ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কাজ করে থাকে। এগুলো হলো:-

১. পরিকল্পনা কমিশন
২. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC)
৩. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNEC)
৪. মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা উইং

❒ পরিকল্পনা কমিশন

সরকার প্রধান চেয়ারম্যান, পরিকল্পনামন্ত্রী ভাইস চেয়ারম্যান, একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান, কমিশনের সদস্যবৃন্দ এবং পরিকল্পনা বিভাগের সচিবের সমন্বয়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত। উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিশনের ভূমিকা- সরকারের আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্যাবলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য জাতীয়, বার্ষিক, মধ্যমেয়াদী, পঞ্চবার্ষিক ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন, উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়াবলির উপর সমীক্ষা পরিচালনা, বৈদেশিক ঋণের মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন।

❒ প্রয়োজনীয় জরিপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম

উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় সংগঠিত অবকাঠামো সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে প্রেরণের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী চূড়ান্তকরণ। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের ৩টি বিভাগ রয়েছে।

ক. সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ।
খ. কার্যক্রম ও মূল্যায়ন বিভাগ।
গ. সেক্টর বিভাগ।

❒ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ

চেয়ারপারসন প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীগণ সদস্য। সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ হচ্ছে: মন্ত্রীপরিষদ সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংক এর সচিব

❒ উন্নয়ন পরিকল্পনা NEC-এর কার্যপরিধি

মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা, ADP এবং অর্থনৈতিক কর্মপন্থা (Policy) নিরূপণের প্রাথমিক পর্যায়ে সামগ্রিক দিক নির্দেশনা প্রদান।

পরিকল্পনা কর্মসূচী এবং কর্মপন্থার চূড়ান্তকরণ এবং অনুমোদন প্রদান, উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা, আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ। দায়িত্ব পালনের সহায়ক বিবেচিত যে কোন কমিটি গঠন।

একনেক এর চেয়ারপারসন হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী এবং বিকল্প চেয়ারম্যান অর্থমন্ত্রী। সদস্যগণ হচ্ছেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ।

❒ উন্নয়ন পরিকল্পনায় একনেক এর কার্যপরিধি

সকল বিনিয়োগ সারপত্র বিবেচনা ও অনুমোদন, উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরীক্ষণ ও দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারণী বিষয়সমূহ পর্যলোচনা।

❒ পরিকল্পনা উইং

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে অবস্থিত পরিকল্পনা উইং উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

❒ উইং এর কর্ম পরিধি

প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ, প্রকল্পের বাস্তবায়ন, পরীক্ষণ, মূল্যায়ন ও রিভিউ, বিভিন্ন সমীক্ষা গ্রহণ, বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রণয়ন, দাতাদেশ/সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা, পরিকল্পনা কমিশনের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিষয়ে ফলাবর্ত প্রদান।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যপরিধিতে এই চারটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উন্নয়ন পকিল্পনা প্রণয়ন, অনুমোদন, বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত কার্যক্রম অনুসৃত ও সম্পন্ন হয়ে থাকে।

তথ্য কণিকা

- সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে – পরিকল্পনা কমিশন।
- পরিকল্পনা কমিশন – পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন।
- পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান – প্রধানমন্ত্রী।
- উন্নয়ন পরিকল্পনার সদর দপ্তর – ঢাকার আগারগাঁওয়ে অবস্থিত।
- NEC এর পূর্ণরূপ – National Economic Council.
- ECNEC এর পূর্ণরূপ – Executive Committee of the National Economic Council.
- ECNEC এর চেয়ারপারসন – প্রধানমন্ত্রী।

❒ বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশলসমূহ

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট ১১ টি উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে ৮ টি পঞ্চবার্ষিকী ও ১টি দ্বিবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ২ টি দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP)রয়েছে। নিচে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ উত্থাপিত হলো।

বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহ

❒ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা:
মেয়াদ : ১৯৭৩-৭৮ সাল।

❒ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
মেয়াদ : ১৯৮০ – ৮৫।

❒ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
মেয়াদ : ১৯৮৫ – ৯০

❒ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
মেয়াদ : ১৯৯০ – ৯৫।

❒ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
মেয়াদ : ১৯৯৭ – ২০০২।

❒ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
মেয়াদ : ২০১১-২০১৫

❒ সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

পরিকল্পনার মেয়াদকাল	: ২০১৬-২০২০
বাস্তবায়ন ব্যয় লক্ষ্যমাত্রা	: ৩১ লাখ ৯০ হাজার ৩০০ কোটি টাকা
মোট বিনিয়োগ জিডিপির	: ৩৪.৪%
প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা	: ৮%
বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	: ২৩ হাজার মেগাওয়াট
রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা	: ৫৪.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার

❒ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

একটি দেশের উন্নয়নের শিহরে আরোহন করার জন্য প্রয়োজন যুগোপযোগী ও দূরদর্শী পরিকল্পনা এবং সুদক্ষ নেতৃত্বের। একটি ভালো পরিকল্পনা পারে

সাফল্যের অর্ধেকটা রাস্তা অতিক্রম করতে এবং সুদক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে বাকীটুকু অর্জন করে নিতে হয়। বিশ্বব্যাংকের হিসেবে বাংলাদেশ এখন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ। আমরা চাই বাংলাদেশ অদূর ভবিষ্যতে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ হবে। জাতিসংঘের হিসেবে বাংলাদেশ এখন স্বল্পোন্নত দেশ। আমরা চাই ২০২১ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল (মধ্যম) আয়ের দেশ হতে। এর জন্য দরকার ভালো পরিকল্পনা। ১৯৭৩ সাল থেকে ২০২১ পর্যন্ত বাংলাদেশ ৭টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে। ২০১০ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ২টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC) ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন দেয়, এই পরিকল্পনায় সার্বিক উন্নয়নের জন্য কর্মকৌশল গ্রহন করা হয়েছে। বরাবর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রতিপাদ্য হল "প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরন, নাগরিকের ক্ষমতায়ন।" ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসারের মাধ্যমে মূলধন ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, রপ্তানীমুখী বানিজ্য, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করণ এবং সবুজ প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে একটি টেকসই, সমৃদ্ধ ও জলবায়ু সহিষ্ণু ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গড়ে তোলাই ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

১. **বিনিয়োগ :** ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৬৪ লাখ ৯৫ হাজার ৯৮০ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রাক্কলন করা হয়েছে, এই পরিমাণ বিনিয়োগে ১ কোটি ১৩ লাখ ৩০ হাজার নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। মোট বিনিয়োগে ৮১.১% আসবে বেসরকারি খাত থেকে আর ১৮.৯% আসবে সরকারি খাত থেকে। মোট বিনিয়োগের ৮৮% অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে আহরণ করা হবে বাকী ১২% বৈদেশিক উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে।

২. **প্রবৃদ্ধি :** ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদে বা ২০২০-২০২৫ সময়ে প্রতিবছর গড় প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৮% বছরভিত্তিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য-

৩. **শিক্ষা :** ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক সফলতায় পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে যাতে দেশের সকল শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নাম লেখাতে পারে সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করবে। নারী এবং পুরুষের মধ্যে শিক্ষার হারে যাতে কোনো বৈষম্য না থাকে সে লক্ষ্যে বিনিয়োগ করা হবে। কারিগরি শিক্ষায় মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

৪. **বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা :** বিদ্যুৎ ব্যবস্থা উন্নয়নের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে-২০২৫ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩০ হাজার মেগাওয়াটে পৌঁছাবে। বর্তমানে দেশে ৯৯% জনগোষ্ঠী বিদ্যুতের আওতায় এসেছে।

৬. **রাজস্ব আয় বা (FDI) :** রাজস্ব আয় বর্তমানে আছে ২১৮৭০০ কোটি টাকা। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তা আরো বৃদ্ধি করা হবে।

৭. **দারিদ্রতা হার :** কোভিড-১৯ এর কারণে বর্তমানে দারিদ্রের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্রের হার ১৫.৬ শতাংশে ও অতি দারিদ্রের হার ৭.৪০ শতাংশে আনা হবে।

৮. **কর্মসংস্থান :** কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ১১.৩৩ মিলিয়ন। যার মধ্যে বৈদেশিক কর্মসংস্থান হবে ৩.২৫ মিলিয়ন এবং শ্রমবাজারে যুক্ত হবে ৭.৮১ মিলিয়ন শ্রম শক্তি।

তথ্য কণিকা

- উন্নয়নে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রবর্তক দেশ – সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)।
- উন্নয়নে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তক – রাশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট স্ট্যালিন (১৯২১সালে)।
- বাংলাদেশ এ পর্যন্ত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে – ৮টি।
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে – ৭টি।
- বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ – ১৯৭৩–১৯৭৮ সাল পর্যন্ত।
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ – ২০১৬ – ২০২০।
- অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ- ২০২১-২০২৫

❒ বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম

বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম 'এইড কনসোর্টিয়াম' নামে পরিচিত। ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠাকালে এর নাম ছিল বাংলাদেশ এইড গ্রুপ। ১৯৯৭ সালে এর নামকরণ করা হয় প্যারিস কনাসোর্টিয়াম গ্রুপ (PCG)। সাধারণত প্রতিবছর বৈঠক অনুষ্ঠিত হতো ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে। ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০১০, ২০১৫ ও ২০১৮ সালে ঢাকায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সংস্থার সমন্বয়কারী বিশ্বব্যাংক। এর সদস্য ২০টি। ৪টি দাতা সংস্থা এবং ১৬টি দেশ। এই ফোরামে অন্তর্ভুক্ত না থেকেও বাংলাদেশকে সাহায্য প্রদান করে চীন, ভারত, কুয়েত, পাকিস্থান, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব-আমিরাত, দক্ষিণ কোরিয়া, স্পেন, IDB ও OPEC

❒ ঢাকায় অনুষ্ঠিত BDF বৈঠক

তম	ঢাকায় আয়োজন	সময়কাল
২৪	প্রথম	৪০৫ নভেম্বর, ১৯৯৭
৩০	দ্বিতীয়	১৬-১৮ মে, ২০০৩
৩১	তৃতীয়	৮-১০ মে, ২০০৪
৩২	চতুর্থ	১৫-১৭ নভেম্বর, ২০০৫
৩৩	পঞ্চম	১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১০
৩৬	ষষ্ঠ	১৫-১৬ নভেম্বর, ২০১৫
৩৭	৭ম	১৭-১৮ জানু, ২০১৮

- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম (BDF)-এর প্রতিষ্ঠাকালীন নাম – বাংলাদেশ এইড গ্রুপ (BAG)।
- BAG-এর পূর্ণরূপ – Bangladesh Aid Group.
- বাংলাদেশ এইড গ্রুপ গঠিত হয় – ১৯৭৪ সালে।
- বাংলাদেশ এইড গ্রুপের প্রথম বৈঠক – ২৯ অক্টোবর, ১৯৭৪ সালে; ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ এইড গ্রুপের সদস্য ছিল – ১৬টি দেশ এবং ৪ টি দাতা সংস্থা।
- বাংলাদেশ এইড গ্রুপ-এর নাম প্যারিস কনসোর্টিয়াম গ্রুপ (PCG) করা হয় – ১৯৯৭ সালে
- PCG-আর পূর্ণরূপ – Paris Consortium Group.
- প্যারিস কনসোর্টিয়াম গ্রুপ এর নাম বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম (BDF) করা হয় – ২০০২ সালে।
- BDF এর পূর্ণরূপ – Bangladesh Development forum.

- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠক বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে – ২০০৩ সাল থেকে।
- পিআরএস বাস্তবায়ন ফোরাম (PRS Implementation Forum) নামে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় – ১৫-১৭ নভেম্বর ২০০৫ (ঢাকা, বাংলাদেশ)।
- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম এর সর্বশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৭-১৮ জানুয়ারি, ২০১৮ (ঢাকা, বাংলাদেশ)।
- ২০১০ সালের বৈঠকে নেতৃত্ব দেয় – ডিএফআইডি (DFID)।
- ২০০৩ সালের পূর্বে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় – প্যারিস, ফ্রান্স।
- বাংলাদেশের জন্য বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের প্রধান লক্ষ্য – সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে বিরাজমান ফাঁক পূরণ করা আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ঘাটতি দূর করা।
- বিভিন্ন ধরনের বৈদেশিক সাহায্য – ঋণ ও অনুদান, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সাহায্য, খাদ্য ও পণ্য সাহায্য, প্রকল্প সাহায্য এবং কারিগরি সাহায্য।
- সবচেয়ে সুবিধাজনক বৈদেশিক সাহায্য – সরকারি অনুদান।
- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরমের প্রধান সমন্বয়কারী সংস্থা – বিশ্বব্যাংক।
- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠকে সভাপতিত্ব করে – বিশ্বব্যাংক।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক সাহায্য অর্জন করে – জাপান থেকে।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ঋণদাতা গোষ্ঠী – আইডিএ।
- বাংলাদেশের ঋণদাতা দেশসমূহের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে – জাপান।
- এলসিজি – বাংলাদেশকে সহায়তা করে এমন দেশ ও সংস্থা নিয়ে গঠিত স্থানীয় পরামর্শ গ্রুপ।
- LCG-এর পূর্ণরূপ– Local Consultative Group.
- এলসিজি – অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) সচিবসহ দাতা সংস্থাগুলোর ৩৯ প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত।

❒ যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন

- জেইসি (JEC)-এর পূর্ণরূপ – Joint Economic Commission (যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন)।
- যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন (JEC) গঠিত হয় – ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি ও অমীমাংসিত অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর সম্মানজনক নিষ্পত্তির লক্ষ্যে।
- বিভিন্ন দেশের সাথে জেইসি'র সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে থাকে – পরিকল্পনা কমিশনের ইআরডি বিভাগ।
- বাংলাদেশ প্রথম যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন গঠন করে – ১৯৮২ সালে।
- বর্তমানে বাংলাদেশের সাথে জয়েন্ট ইকোনোমিক কমিশন রয়েছে – ১৭ টি দেশ ও ১ টি সংস্থার সাথে।
- বাংলাদেশের সাথে জয়েন্ট ইকোনোমিক কমিশনভুক্ত দেশগুলো হলো – চীন, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা, কুয়েত, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান, তুরস্ক, সৌদি আরব বেলজিয়াম, রোমানিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়া। আর একমাত্র সংস্থা ইউরোপীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (EEC)।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সংস্থার নাম কী?
ক. Planning Commission
খ. Ministry of Finance
গ. Ministry of Public Administration
ঘ. ECNEC **ঘ**

২. ECNEC এর পূর্ণ অভিব্যাক্তি কী?
ক. Executive Committee of National Economic Council
খ. Executive Council of National Economic Committee
গ. Economic Council of National Executive Commitee
ঘ. Economic Committee of National Executive Council

৩. ECNEC এর বিকল্প চেয়ারম্যান-
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর খ. অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী
গ. রাষ্ট্রপতি ঘ. প্রধানমন্ত্রী **খ**

৪. বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদ (ECNEC) এর সভাপতি হচ্ছেন-
ক. রাষ্ট্রপতি খ. প্রধানমন্ত্রী
গ. অর্থমন্ত্রী ঘ. বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর **খ**

৫. বাংলাদেশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে কোন সংস্থা?
ক. অর্থ মন্ত্রণালয় খ. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
গ. পরিকল্পনা কমিশন ঘ. মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রণালয় **গ**

জাতীয় আয়-ব্যয়

- বাংলাদেশ সংবিধানের ৮৭(১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে– প্রত্যেক অর্থ-বৎসর সম্পর্কে উক্ত বছরের জন্য সরকারের অনুমিত আয় ও ব্যয়-সংবলিত একটি বিবৃতি ('বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি' নামে অভিহিত) সংসদে উপস্থাপিত হবে।
- একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের সকল বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্য-সামগ্রী ও সেবাপণ্যের আর্থিক মূল্যের সমষ্টি হলো– জাতীয় আয়।
- জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি– ৩টি
  ১. উৎপাদন পদ্ধতি ২. আয় পদ্ধতি ও ৩. ব্যয় পদ্ধতি
- GDP- এর পূর্ণরূপ– Gross Domestic Product
- GNP- এর পূর্ণরূপ– Gross National Product
- GDP ও GNP একই হয়– যখন আমদানি ব্যয় ও রপ্তানি আয় পরস্পর সমান হয়
- GDP ও GNP -এর মূল পার্থক্য– জাতীয় সীমানা ও উৎপাদন ব্যবস্থায় নাগরিকদের অবদান।
- কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের অভ্যন্তরে দেশের নাগরিক কিংবা বিদেশি নাগরিক কর্তৃক উৎপাদন হয় তার সমষ্টিকে বলা হয়– GDP

- **মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP):** কোন নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) দেশে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয় তার পরিমাণকে মোট জাতীয় উৎপাদন (**Gross National Product**) বলে। এতে দেশজ ও প্রবাসী আয় সন্নিবেশ করা হয় তবে হিসাব করার সময় মধ্যবর্তী দ্রব্য সেবা বাদ দিয়ে কেবল চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবাকর্ম হিসাব করা হয়।
- **নীট জাতীয় উৎপাদন (NNP) :** উৎপাদনকালীন যন্ত্রপাতি ক্ষয়, সময় ও শক্তি ক্ষয় প্রভৃতি অপচয়জনিত ক্ষয়ক্ষতিগুলো মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে বাদ দিলে নীট জাতীয় উৎপাদন (**Net National Product**) পাওয়া যায়। নীট জাতীয় উৎপাদন = মোট জাতীয় উৎপাদন – ক্ষয়ক্ষতিজনিত অপচয়।
- **মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) :** কোন নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত সকল দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্যমানকে মোট দেশজ উৎপাদন (**Gross Domestic Product**) বলে। এতে দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী বিনিয়োগ থেকে উৎপন্ন দ্রব্য হিসাব করা হয় কিন্তু প্রবাসীদের সৃষ্ট উৎপাদন হিসাব করা হয় না।
- **মাথাপিছু আয় :** মোট জাতীয় উৎপাদনকে দেশের মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়। এটি একটি দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান নির্দেশ করে।

উৎস: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ এবং লেখক কর্তৃক উপস্থাপিত (জুন, ২০২২)

তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশের অর্থনীতি – মিশ্র।
- মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু হয় – ১৯৯১ সালে।
- বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয় – ১ জুলাই, ২০১৫।
- নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় – বিশ্বব্যাংক।
- GNP – Gross National Product
- NNP – Net National Product
- GDP – Gross Domestic Product

জাতীয় অর্থনীতির খাতসমূহ ও মোট দেশজ উৎপাদনে এগুলোর অংশ বা অবদান

- অর্থনীতির খাত বলতে বোঝায় অর্থনীতির বিভিন্ন অংশ, বিভাগ বা শাখা। বিশ্বের যে কোনো অর্থনীতিকে প্রধান তিনটি খাতে ভাগ করা হয়: কৃষি, শিল্প ও সেবাখাত। ভূমি ও ভূমি থেকে উৎপন্ন সবকিছুই– শস্য, বনজ সম্পদ, পশু ও মৎস্যসম্পদ কৃষিখাতের অন্তর্গত।
- বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, সবধরনের নির্মাণ, খনিজ দ্রব্যাদি সংক্রান্ত সকল কাজ শিল্পখাতের অন্তর্গত।
- অবশিষ্ট সকল কর্মকাণ্ড যেমন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিনোদন, ব্যাংক-বীমা, হোটেল- রেস্তোরাঁ ডাক-তার, যোগাযোগ ও পরিবহন– এসব কিছুই সেবা খাতের আওতাধীন।
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ অনুযায়ী, জিডিপিতে সেবাখাতের অবদান– ৫১.৪৪%। তবে বিভিন্ন দেশে বাজেট বরাদ্দের সুবিধা এবং কাজ করার সুবিধার জন্য এই তিনটি প্রধান খাতের প্রত্যেকটিকে আবার কিছু সংখ্যক খাতে ভাগ করা হয়।
- যে কোনো দেশের অর্থনীতিকে বেশ কিছু খাতে ভাগ করা যায়।
- অর্থনীতির খাত বলতে বোঝায় অর্থনীতির বিভিন্ন অংশ, বিভাগ বা শাখা।
- বাংলাদেশের অর্থনীতিকে মোট ১৫টি প্রধান খাতে ভাগ করা হয়। এই ১৫টি খাত হচ্ছে:
  ১. কৃষি ও বনজ ২. মৎস্য ৩. খনিজ ও খনন ৪. শিল্প ৫. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ ৬. নির্মাণ ৭. পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য ৮. হোটেল ও রেস্তোরাঁ ৯. পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ ১০. আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা ১১. রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা ১২. লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা ১৩. শিক্ষা ১৪. স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা ১৫. কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা। তবে এই ১৫টি খাতকে মোট ৫টি বিস্তৃত খাতে সমন্বিত করা যায়। যেমন: কৃষি, শিল্প, সেবা, ব্যবসা ও সামাজিক সেবা।
- 'কৃষি' খাতে রয়েছে 'কৃষি ও বনজ' খাত। বৃহত্তর অর্থে মৎস্য সম্পদও কৃষিখাতের অন্তর্গত।
- 'শিল্পখাতের' মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প। তবে বৃহত্তর অর্থে 'খনিজ ও খনন', 'বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ' এবং 'নির্মাণ'– এই খাতগুলোকেও শিল্পখাতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- হোটেল ও রেস্তোরাঁ; পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ; আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক (ব্যাংক ও বীমা) সেবা ইত্যাদি 'সেবা' খাতের অন্তর্ভুক্ত। 'লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা', 'শিক্ষা', 'স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা', 'কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা'– এগুলো 'সামাজিক সেবার' অন্তর্ভুক্ত।
- 'পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য' এবং 'রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা'- এ দু'টি খাত 'ব্যবসা' খাতের আওতায় পড়ে।

বাজেট সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্য

- কোন নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে সরকারি আয় ব্যয়ের হিসাব-নিকাশকে বাজেট বলে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৮৭ অনুচ্ছেদে 'বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি' সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে।

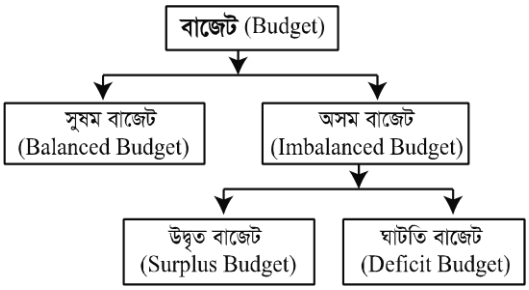

- সম্ভাব্য ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশী হলে তাকে– উদ্বৃত বাজেট বলে।
- সম্ভাব্য আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হলে তাকে– ঘাটতি বাজেট বলে।

বাজেট সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	
উপমহাদেশে প্রথম বাজেট ঘোষণা করেন	লর্ড ক্যানিং (১৮৬১ সালে)
বাংলাদেশের প্রথম বাজেট ঘোষণা করেন	তাজউদ্দিন আহমদ
বাংলাদেশের প্রথম বাজেট ঘোষণা	৩০ জুন, ১৯৭২সালে
সবচেয়ে বেশী বাজেট ঘোষণা করেন	সাইফুর রহমান (১২টি)
এদেশে বাজেটের প্রকৃতি/ধরণ	ঘাটতি বাজেট
PPP-এর পূর্ণরূপ: Public Private Partnership/ Purchasing Power Parity.	

একনজরে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট

- বাজেট: ৫১তম
- বাজেট ঘোষণা: ৯ জুন ২০২২
- বাজেট ঘোষক: আ.হ.ম মোস্তফা কামাল
- বাজেট কার্যকর: ৯ জুলাই ২০২২ থেকে
- মোট বাজেট: ৬,৭৮,০৬৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৫.২%)
- সামগ্রিক আয় (রাজস্ব ও অনুদানসহ): ৪,৩৩,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৯.৭%)।
- রাজস্ব আয়: ৩৩০০.০ বিলিয়ন টাকা (জিডিপি'র ১২.৯৫%; বাজেটের ৭১.৯৫%)
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP): ২,৪৬,০৬৪ কোটি টাকা।
- সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ): ২,৪৫,০৬৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.৫%)
- মোট জিডিপি: ৪৪,৪৯,৫৯৫ কোটি টাকা।
- অনুমিত বিষয়: জিডিপি প্রবৃদ্ধি: ১৩%
- মূল্যস্ফীতি: ৫.৬%।
- সর্বোচ্চ বরাদ্দ শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে– ১৬.৪%

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বর্তমানে বাংলাদেশের Percapita GDP (nominal) কত?

ক. ৳ ১,৭৫০ মার্কিন ডলার খ. ৳ ১,৭৫১ মার্কিন ডলার
গ. ৳ ১,৭৫২ মার্কিন ডলার ঘ. ৳ ২৮২৪ মার্কিন ডলার **ঘ**

২. ২০২২ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশের GDP-তে শিল্প খাতের অবদান কত শতাংশ ছিল?

ক. ২৯.৬৬% খ. ৩৭.০৭%
গ. ৩২.৬৬% ঘ. ৩৩.৬৬% **খ**

৩. বাংলাদেশের ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য কত বরাদ্দ আছে?

ক. ১,৭২,০০০ কোটি টাকা খ. ১,৭৩,০০০ কোটি টাকা
গ. ২,৫৯,৬১৭ কোটি টাকা ঘ. ১,৭১,০০০ কোটি টাকা **গ**

৪. বাংলাদেশের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে জিডিপির প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধির হার কত?

ক. ৭.৮০ শতাংশ খ. ৮.০০ শতাংশ
গ. ৭.২৫ শতাংশ ঘ. ৭.৬৫ শতাংশ **গ**

BCS & PSC-এর বিভিন্ন পতিযোগীতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

- সর্বাধিক বাংলাদেশী জনশক্তি রপ্তানী করা হয় যে দেশে– সৌদি আরব (১,২৯,৮৫৯)
- যে দেশ থেকে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা পাচ্ছে– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- বাংলাদেশে বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ– ৩৪.৩ বিলিয়ন ডলার (নভেম্বর-২০২২)।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান

❒ পুঁজিবাজার

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ। ব্যাংক (Bank) ও অ-ব্যাংক আর্থিকপ্রতিষ্ঠান (Non-Bank Financiall Institution-NBFI): বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক লি:, অগ্রণী ব্যাংক লি:, জনতা ব্যাংক লি:, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট।

❒ বীমা

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ (Insurance Development & Regulatory Authority- IDRA) বাংলাদেশ বীমা একাডেমি (Bangladesh Insurance Acdemy-BIA), মহাখালী, ঢাকা: বাংলাদেশের একমাত্র জাতীয় বীমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে দু'ধরনের বীমা কোম্পানী বিদ্যমান। যেমন:

১. সাধারণ বীমা কর্পোরেশন
২. জীবন বীমা কর্পোরেশন

❒ ক্ষুদ্রঋণ ও অন্যান্য

ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (Microcredit Regulatory Authority-MRA)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (Palli Karma-Sahayak Foundation – PKSF):

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত সম্ভাবনাময় এনজিওসমূহের অর্থসংস্থানে সাহায্য প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। মঙ্গা উত্তরাঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিশেষত আশ্বিন-কার্তিক মাসে কাজহীন একটা অবস্থা। পিকেএসএফ মঙ্গা নিরসনে ২০০৬ সাল থেকে 'প্রাইম' নামে একটি দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচী চালু করেছিল।

এসডিএফ (SDF-Social Development Foundation) টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়ণের লক্ষ্যে কাজ করছে। ২০০০ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান অফিস ঢাকায় (লালমাটিয়া, মোহাম্মদপুরে) অবস্থিত। বিশ্বব্যাংকের সাহায্যপুষ্ট এস-ডিএফ এর দু'টি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হলো Social Investment Program Project (SIPP) ও Notun Jibon Livelihood Improvement Project (NJLIP)।

পুঁজিবাজার

শেয়ার মার্কেট হলো এমন বাজার যেখানে সিকিউরিটিজ (শেয়ার, ডিবেঞ্চার, মিউচুয়াল ফান্ড, বন্ড প্রভৃতি) কেনাবেচা হয়। শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক নিবন্ধিত ব্যক্তিবর্গকে দালাল বা প্রতিষ্ঠানকে দালাল হাউস বলে। শেয়ার বাজারে কেনাবেচা করার জন্য বিনিয়োগকারীদের ব্রোকার হাউজে একটি BO অ্যাকাউন্ড খুলতে হয়।

পুঁজিবাজারে ভালো মৌলভিত্তি কোম্পানির শেয়ারকে Blue Chip বলা হয়। এ সকল কোম্পানি বিনিয়োগকারীদের নিয়মিত লভ্যাংশ দেয়। এজন্য বিনিয়োগকারীদের কোম্পানির মৌলভিত্তি বিশেষ করে শেয়ার প্রতি আয় পর্যালোচনা করে বিনিয়োগ করা উচিত।

সিকিউরিটিজসমূহ স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত থাকে। সিকিউটিটিজ দু'ভাগে স্টক এক্সচেঞ্জ তালিকাভুক্ত হয়। যথা- IPO এবং সরাসরি তালিকাভুক্তি। শেয়ারবাজারে জনসাধারণের জন্য কোম্পানির প্রাথমিক শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বিক্রির নাম IPO বা গণবিক্রয়। IPO তে সিকিউরিটিজের মূল্য নির্ধারণের একটি পদ্ধতি হলো বুক বিল্ডিং পদ্ধতি।

অবলেখক প্রাথমিক বাজারে কোম্পানির শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রির দায়িত্ব পালন করে। তালিকাভুক্তির পর সিকিউরিটিজগুলো স্টক এক্সচেঞ্জে কেনাবেচা করা যায়। এসময় শেয়ারের দাম তার চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। একে সেকেন্ডারি মার্কেট বলে।

স্টক এক্সচেঞ্জ

বাংলাদেশে স্টক এক্সচেঞ্জ ২টি। যথা-

ক) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জ নামে গঠিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে এর ট্রেডিং কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৬ সালে।

খ) চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ ১৯৯৫ হিসেবে অনুমোদন পায় এবং ওই বছর ১০ অক্টোবর লেনদেন শুরু হয়।

নিয়ন্ত্রণ

দুই স্টক এক্সচেঞ্জই পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত। উভয় এক্সচেঞ্জ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অধ্যাদেশ ১৯৬৯, কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এবং সিকিউরিটিজ এবং এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন ১৯৯৩ দ্বারা শাসিত হয়ে থাকে। মূলধন বাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৩ সালের ৮ জুন। ২০১২ সালে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন করা হয়। বিএসইসি সিকিউরিটিজ কমিশনের আন্তর্জাতিক সংস্থা সংক্ষেপ আইস্কো এর 'A' ক্যাটাগরির সদস্য।

১৯৯৬ সালে এবং ২০১০ সালের পুঁজিবাজার ধসের কারণে বিএসইসি বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর ক্রেডিট রেটিং। পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর আর্থিক ভিত্তি কতটুকু মজবুত বা দুর্বল এ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করে ক্রেডিট রেটিং কোম্পানিগুলো। বাংলাদেশে ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিগুলোর লাইসেন্স ইস্যু করে বিএসইসি।

লেনদেন পদ্ধতি

বাংলাদেশ এক সময় প্রত্যক্ষ নিলামের মাধ্যমে কাগুজে শেয়ার লেনদেন হতো। তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের ইস্যুকৃত শেয়ার এখন আর কাগুজে স্টক নয়। বর্তমানে সেগুলি সংশ্লিষ্ট তহবিলের ইউনিট হিসাবে কেন্দ্রীয় ডিপোজিটরি তহবিলের হিসাবে জমা থাকে। অর্থাৎ স্টকস বা শেয়ারগুলো এখন কাগুজে নয়, বরং এগুলি ইলেক্ট্রনিকস স্টকস এবং এর প্রতিটির হিসাব সিডিবিএল কর্তৃক রক্ষিত হয়। ২০০৪ সালের ২৪ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় ডিপোজিটরি সিস্টেম চালু করা হয়।

বিএসইসি পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত সকল কোম্পানির কাগুজে শেয়ারকে De-mat শেয়ারে রূপান্তরের জন্য সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিছু কোম্পানি তাদের কাগুজে শেয়ারকে ইলেকট্রনিক শেয়ারে রূপান্তরে ব্যর্থ হয়। নিয়ন্ত্রক সংস্থা এসব কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাদের তালিকাচ্যুত করে ওভার দ্য কাউন্টার বা বিকল্প বাজারে পাঠিয়ে দেয়। ২০০৪ সালে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে এবং ২০০৯ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ওটিসি মার্কেট চালু হয়।

তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের অস্বাভাবিক দর বৃদ্ধি বা দর পতন ঠেকাতে সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করা হয়। সার্কিট ব্রেকারের মাধ্যমে একদিনে শেয়ার দর সর্বোচ্চ কি পরিমাণ বাড়তে বা কমতে পারে তা নির্ধারণ করা থাকে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ শেয়ারবাজারের কার্যক্রম কোন সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করে?
ক. অর্থ মন্ত্রণালয় খ. প্রধানমন্ত্রীল কার্যালয়
গ. বাংলাদেশ ব্যাংক ঘ. বিএসইসি **ঘ**

২. সিকিউরিটিজ এবং এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রধান কাজ হচ্ছে-
ক. ঋণ নিয়ন্ত্রণ খ. মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ
গ. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ঘ. শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণ **ঘ**

৩. যে স্থানে শেয়ার এবং সিকিউরিটিজ বিক্রি হয়?
ক. Bangladesh Bank
খ. Securities and Exhange Commission
গ. First Security Bank
ঘ. Stock Exchange **ঘ**

৪. IPO শব্দটি ব্যবহৃত হয় কোথায়?
ক. Stock Market
খ. Banking Business
গ. Insurance Business
ঘ. Leasing Business **ক**

৫. BO is 'BO Account' stands for-
ক. Beneficiary Owner's
খ. Bonafide Operator
গ. Benefit Operation
ঘ. By Owner's

বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক। পূর্বনাম State Bank of Pakistan। এটি বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২ এর মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কর্মকর্তার পদবি গভর্নর। গভর্নরের মেয়াদকাল ৪ বছর। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর ছিলেন এ. এন. হামিদুল্লাহ। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালনার জন্য ৯ সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এ পর্ষদের সভাপতি।

ব্যাংকের সদর দপ্তর ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত। প্রধান কার্যালয়সহ বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট ১০টি শাখা রয়েছে। যথা- ঢাকার মতিঝিল ও সদরঘাট, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, বগুড়া, রংপুর এবং ময়মনসিংহ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে দেশের অন্যান্য ব্যাংক, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এশীয় ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক অর্থ ও মুদ্রা সংস্থায় বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে বাংলাদেশ ব্যাংক।

এক নজরে বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক	বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রতিষ্ঠা	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
পূর্বনাম	State Bank of Pakistan
সদরদপ্তর	মতিঝিল, ঢাকা
বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধানের পদবি	গভর্নর
গভর্নরের পদের মেয়াদ	৪ বছর
বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর	আব্দুর রউফ তালুকদার (১২তম)
বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর	আ.ন.ম হামিদুল্লাহ
বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা	১০টি। যথা: ১. ঢাকার মতিঝিল ২. ঢাকার সদরঘাট ৩. সিলেট ৪. চট্টগ্রাম ৫. রাজশাহী ৬. রংপুর ৭. বগুড়া ৮. খুলনা ৯. বরিশাল ১০. ময়মনসিংহ
বাংলাদেশে IMF এর কার্যালয়	বাংলাদেশ ব্যাংকের ৫ম তলায়
বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থপতি	শফিউল কাদের
বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের সদস্য	৮ জন
বাংলাদেশ ব্যাংক সুদের হার	৫%

❒ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলি

মুদ্রা ও নোট প্রচলন: মুদ্রা হল বিনিময়ের মাধ্যম। ১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের মুদ্রার নাম 'টাকা' এবং সংকেত (৳) নির্ধারণ করা হয়। আন্তর্জাতিক লেনদেনে বাংলাদেশী মুদ্রার কোড BDT। এক টাকার শতাংশকে পয়সা নামে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ ১টাকা সমান ১০০ পয়সা। ১৯৭২ সালের ৪ মার্চ প্রথম কোষাগার মুদ্রা বের হয় ১ টাকার নোট। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সর্বপ্রথম ৫, ১০, ২৫ এবং ৫০ পয়সা মূল্যমানের ধাতব মুদ্রার প্রবর্তিত হয়। বাংলাদেশী মুদ্রা দুই ভাগে বিভক্ত-

ক) **সরকারি মুদ্রা:** ১, ২, ৫ টাকার কাগুজে ও ধাতব মুদ্রা এবং ১, ৫, ১০, ২৫, ৫০ পয়সার ধাতব মুদ্রা বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে প্রবর্তিত হয়। সরকারি নোটে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর থাকে।

খ) **ব্যাংক নোট:** ১০, ২০, ৫০, ১০০, ৫০০ এবং ১০০০ টাকা মূল্যমানের ৬টি নোট বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। ব্যাংক নোটে গভর্নরের স্বাক্ষর থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংককে নোটের মূল্যের শতকরা ৩০% স্বর্ণ বা রৌপ্য বা বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ রাখতে হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন মুদ্রার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মুদ্রামান	ধরন	প্রবর্তনকাল	মন্তব্য
১টাকা	কাগুজে	৪ মার্চ, ১৯৭২	বাংলাদেশের প্রথম কাগুজে মুদ্রা।
	ধাতব	১৯৭৫	শ্লোগান পরিকল্পিত পরিবার, সবার জন্য খাদ্য
২ টাকা	কাগুজে	১৯৮৮	
	ধাতব	২০০৪	শ্লোগান: 'সবার জন্য শিক্ষা'
৫ টাকা	কাগুজে	১৯৭২	ছবি- নওগাঁর কুসুম্বা মসজিদ
	ধাতব	১৯৯৪	প্রতিকৃতি- বঙ্গবন্ধু সেতু
১০ টাকা	কাগুজে	১৯৭২	ছবি- বায়তুল মোকাররম মসজিদ
	পলিমারদ	২০০০	অস্ট্রেলিয়া থেকে মুদ্রিত হতো।
২০ টাকা	কাগুজে	১৯৭৯	ছবি- ষাট গম্বুজ মসজিদ
৫০ টাকা	কাগুজে	১৯৭৬	ছবি- জয়নুল আবেদিনের চিত্রকর্ম 'মইদেয়া'
১০০ টাকা	কাগুজে	৪ মার্চ, ১৯৭২	ছবি- তারা মসজিদ
৫০০ টাকা	কাগুজে	১৯৭৬	জার্মানি থেকে মুদ্রিত হতো।
১০০০ টাকা	কাগুজে	২৭ অক্টোবর, ২০০৮	ছবি- কার্জন হল

২০১৩ সালে রাজধানীর ঢাকার মিরপুরে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে স্থাপন করা হয় 'ঢাকা জাদুঘর'। এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিলস্থ প্রধান কার্যালয়ে ২০০৯ সালে স্থাপিত হওয়া 'কারেন্সি মিউজিয়াম' এর আধুনিক রূপ।

❒ **মুদ্রাবাজার (Money Market) নিয়ন্ত্রণ:** মানিমার্কেট একটি স্বল্পমেয়াদী তহবিলের বাজার। যে সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান সুদের বিনিময়ে স্বল্প মেয়াদি তহবিল গ্রহণ এবং প্রদান করে এ সমস্ত কার্যক্রম দ্বারা মুদ্রাবাজার পরিবেষ্টিত। বাজার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট কোনো স্থান নেই।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক, তফসিলি ব্যাংক, সরকার, আর্থিক কোম্পানি, চুক্তিভিত্তিক সঞ্চয়ী প্রতিষ্ঠান যেমন- পেনশন তহবিল, বীমা কোম্পানি, সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতি ইত্যাদি মুদ্রাবাজারের অংশ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাবাজারের অভিভাবক। দেশের মুদ্রাবাজারের প্রধান অংশ হলো আন্তঃব্যাংক বাজার, কলমানি বাজার, রিপো ও রিভার্স রিপো বাজার এবং

বন্ড মার্কেট। মুদ্রাবাজারের আর্থিক দলিল হিসেবে ট্রেজারি বিল, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারের স্বল্প মেয়াদী বন্ড, স্থানান্তরযোগ্য আমানত সার্টিফিকেট, ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র ইত্যাদি কাজ করে থাকে। কোনো তফসিলি ব্যাংকে নগদ অর্থ সঙ্কট দেখা দিলে ব্যাংকটি অন্য তফসিলি ব্যাংক থেকে স্বল্প মেয়াদের জন্য নগদ অর্থ ঋণ নিতে পারে। Call বা তলব করা মাত্র এ অর্থ আবার পরিশোধ করে দিতে হয় বলে একে তলবি অর্থ বলে। তলবি অর্থের সুদের হারকে কলমানি রেট বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে সুদের হারে তফসিলি ব্যাংককে ঋণ দেয়, তাকে ব্যাংক হার বলে।

- মুদ্রানীতি প্রণয়ন করে বাংলাদেশ ব্যাংক। ৬ মাস অন্তর অন্তর মুদ্রানীতি প্রণীত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার যেমন- খোলাবাজার কার্যক্রম, রিজার্ভ হার পরিবর্তন এবং ব্যাংক হার পরিবর্তনের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ঋণপত্র (ট্রেজারি বিল, রিপো, রিভার্স রিপো) ক্রয়-বিক্রয়কে খোলাবাজার কর্মকাণ্ড বলে।

  মুদ্রাস্ফীতি বলতে সাধারণত দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিকে বুঝায়। উৎপাদন বৃদ্ধি না পেয়ে মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে এমন হয়। উৎপাদন না বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান কমে যায়। অর্থের যোগান বেশি থাকে ফলে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়। অর্থের যোগান বেশি থাকে ফলে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়। অর্থের যোগান বেশি থাকে ফলে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়। অর্থের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ার এই প্রবণতাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে। পণ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে গেলে স্থানীয় মুদ্রা দিয়ে ঐ পণ্য কিনতে বেশি মুদ্রার প্রয়োজন হয় কিংবা একই পরিমাণ মুদ্রা দিয়ে পণ্য কিনতে গেলে পরিমাণে কম পাওয়া যায়। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির ফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। মুদ্রার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে সাময়িকভাবে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির ফলে সীমিত আয়ের জনগোষ্ঠী সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

- **ব্যাংকগুলোর রিজার্ভ সংরক্ষণ:** বাণিজ্যিক ব্যাংককে আমানতের একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট রিজার্ভ রাখতে হয়। বাধ্যতামূলক এই জমা সঞ্চিতির অনুপাতের দুইটি ধরন আছে। যথা- নগদ জমা সংরক্ষণ অনুপাত এবং বিধিবদ্ধ জমা অনুপাত।

- **সরকারের ব্যাংক:** বাংলাদেশ ব্যাংক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। সরকার অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে দুইভাবে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। যথা-
  ১. ব্যাংকিং উৎস থেকে ট্রেজারি বিল এবং বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বন্ড এর মাধ্যমে।
  ২. ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে টেজারি বিল এক ধরনের স্বল্প মেয়াদি সরকারি ঋণপত্র। পক্ষান্তরে ট্রেজারি বন্ড এক ধরনের দীর্ঘমেয়াদি সরকারি ঋণপত্র। ট্রেজারি বিল ও বন্ড ইস্যু করে বাংলাদেশ সরকার এবং কেনাবেচা হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের নিলামের মাধ্যমে। টেজারি বিল ও বন্ড ক্রয় করতে পারে: বাংলাদেশে নিবাসী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান যেমন- ব্যাংক, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানি, কর্পোরেট বডি, প্রভিডেন্ট ফান্ড পেনশন ফান্ড ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং অনাবাসী বাংলাদেশী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যাদের বাংলাদেশের কোনো ব্যাংকে Non-Resident Foreign Currency Account আছে।

- **নিকাশঘর:** বাংলাদেশ ব্যাংক তফসিলি ব্যাংকসমূহের পারস্পারিক নিরূপিত চেক, ড্রাফট, বিল ইত্যাদি দ্বারা সৃষ্ট আন্তঃব্যাংক পরিশোধ নিষ্পত্তিতে নিকাশ ঘর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

- **বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়:** ১৯৯৪ সালের ২৪ মার্চ টাকাকে রূপান্তরযোগ্য ঘোষণা করা হয়। সরকার বৈদেশিক মুদ্রা (যেমন- ডলার, রিয়েল) ও টাকার বিনিময় হার নির্ধারণ করে দিত। সরকারকে ঘোষণা দিয়ে টাকার অবমূল্যায়ন বা পুনর্মূল্যায়ন করতো। সরকার বিদেশী মুদ্রার তুলনায় দেশী মুদ্রার মূল্যায়ন কমানোর ঘোষণা করলে তাকে মুদ্রার অবমূল্যায়ন বলা হয়। রপ্তানি বৃদ্ধি, আমদানি হ্রাস করার লক্ষ্যে মুদ্রার অবমূল্যায়ন করা হয়।

  ২০০৩ সালে ৩১ মে টাকার বিনিময় হারকে করা হয় ভাসমান বা ফ্লোটিং। ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট এর মূল কথা হলো সরকার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিক অবস্থায় মুদ্রার বিনিময় হারের ওপর কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তার করবে না। বাজারের চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতেই মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারিত হবে। এরপর থেকে ঘোষণা দিয়ে টাকার অবমূল্যায়ন বা পুনর্মূল্যায়ন ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়।

- **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ**

  মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ: জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পেছনে দুটি যুক্তি রয়েছে। এক, দুর্নীতি প্রতিরোধ; দুই, সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থযোগান বন্ধ করার অতি প্রয়োজনীয়তা। বাংলাদেশে মানি লন্ডারিং আইন প্রথম জারি করা হয় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ শিরোনামে এবং এই আইন প্রয়োগের দায়িত্ব দেয়া হয় বাংলাদেশ ব্যাংককে।

  মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সর্বশেষ আইন প্রণীত হয় ২০১২ সালের ১৫ জানুয়ারি। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ অনুযায়ী, মানি লন্ডারিং অর্থ-
  - বৈধ বা অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তি নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিদেশে পাচার।
  - অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত অর্থ স্থানান্তর বা রূপান্তর বা হস্তান্তর করা।
  - সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে কোন বৈধ বা অবৈধ সম্পত্তির হস্তান্তর বা রূপান্তর বা হস্তান্তর করা। সম্পৃক্ত অপরাধ হইতে অর্জিত জানা সত্ত্বেও এই ধরনের সম্পত্তি গ্রহণ, দখলে নেয়া বা ভোগ করে। সম্পৃক্ত অপরাধ বলতে দুর্নীতি ও ঘুষ, দেশি ও বিদেশী মুদ্রা পাচার, মুদ্রা জালকরণ, দলিল দস্তাবেজ জালকরণ, চাঁদাবাজি, প্রতারণা, জালিয়াতি, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা, অবৈধ মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা, চোরাকারবার, অপহরণ, অবৈধভাবে আটকে রাখা ও পণবন্দী করা, খুন, নারী ও শিশু পাচার, চুরি, ডাকাতি, দস্যুতা, করসংক্রান্ত অপরাধ, মেধাস্বত্ত্ব লঙ্ঘন, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থযোগান প্রভৃতিকে বোঝানো হয়েছে।

- **তফসিলি ব্যাংক**

  যে সকল ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শর্তসমূহ মেনে নিয়ে এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়, তাকে তফসিলি ব্যাংক বলে। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের সকল তফসিলি ব্যাংকসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশে মোট ৬১টি তফসিলি ব্যাংক আছে। তফসিলি ব্যাংক চার ধরনের-

  ক. সরকারী বা রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক = ০৬টি
  খ. সরকারী মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক = ০৩টি
  গ. স্থানীয় বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক = ৪৩টি
  ঘ. বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক = ০৯টি

ক) সরকারী বা রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক

ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	তথ্যকণিকা
সোনালী ব্যাংক লি.	১৯৭২	বাংলাদেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ ১৯৭২ অনুযায়ী ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, প্রিমিয়ার ব্যাংক এবং ব্যাংক অব বাহাওয়ালপুরকে অধিগ্রহণ করে সোনালী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।
জনতা ব্যাংক লি.	১৯৭২	১৯৭২ সালে ইউনাইটেড ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংক লি.-এর অধিগ্রহণ করে জনতা ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। জনতা ব্যাংক বাংলাদেশে প্রথম রেডিক্যাশ চালু করে।
অগ্রণী ব্যাংক লি.	১৯৭২	১৯৭২ সালে হাবিব ব্যাংক ও কমার্স ব্যাংক এর সমুদয় দায় ও সম্পদ সমন্বয়ে অগ্রণী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।
রূপালী ব্যাংক লি.	১৯৭২	১৯৭২ সালে মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক, অস্ট্রেলেশিয়া ব্যাংক এবং স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের সকল সম্পদ ও দায় নিয়ে রূপালী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী যৌথ মালিকানাভুক্ত ব্যাংক।
বেসিক ব্যাংক লি.	১৯৮৯	
বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লি.	২০০৯	বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা কে একীভূত করে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

❑ বিশেষায়িত ব্যাংক :

ক্র.নং	ব্যাংকের নাম
১.	বাংলাদেশি কৃষি ব্যাংক
২.	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
৩.	প্রবাসী কল্যান ব্যাংক
৪.	কর্মসংস্থান ব্যাংক
৫.	প্রবাসী কল্যান ব্যাংক
৬.	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
৭.	বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং

গ. স্থানীয় বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক

ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	তথ্যকণিকা
এবি (আরব বাংলাদেশ) ব্যাংক লি.	১৯৮১	বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি ব্যাংক
পূবালী ব্যাংক	১৯৭২	১৯৫৯ সালে 'ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল' ব্যাংক নামে প্রতিষ্ঠিত। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে এটি পূবালী ব্যাংক নামে সরকারিকরণ করা হয় এবং পুনরায় ১৯৮৩ সালে এটিকে বেসরকারিকরণ করা হয়।
উত্তরা ব্যাংক লি.	১৯৭২	১৯৭২ সালে সরকার ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশনকে জাতীয়করণ করে এবং উত্তরা ব্যাংক নাম দিয়ে এর মালিকানা গ্রহণ করে। ১৯৮৩ সালে বেসরকারি ব্যাংক হিসাবে কার্যক্রম শুরু করে।
ন্যাশনাল ব্যাংক লি.	১৯৮৩	
দি সিটি ব্যাংক লি.	১৯৮৩	২০০৯ সালে বাংলাদেশ প্রথম American Ex-pressr Cards ইস্যু করে।
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	১৯৮৩	বাংলাদেশের প্রথম ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংক
IFIC (The International Finance Investment and Commerce) ব্যাংক লি.	১৯৮৩	মালদ্বীপের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কাজ করে।
ইউসিবি ব্যাংক লি.	১৯৮৩	
আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লি.	১৯৮৭	১৯৮৭ সালে আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লি. নামে যাত্রা শুরু করে। ২০০২ সালে ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লি. এবং ২০০৭ সালে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক নামে রূপান্তরিত হয়।
ইস্টার্ন ব্যাংক লি.	১৯৯২	
ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লি.	১৯৯৩	
প্রাইম ব্যাংক লি.	১৯৯৫	
সাউথ-ইস্ট ব্যাংক লি.	১৯৯৫	
ঢাকা ব্যাংক লি.	১৯৯৫	
আলা আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.	১৯৯৫	
সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	১৯৯৫	
ডাচ বাংলা ব্যাংক লি.	১৯৯৬	২০১১ সালে বাংলাদেশের প্রথম মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে।
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লি.	১৯৯৯	
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	১৯৯৯	
ওয়ান ব্যাংক লি.	১৯৯৯	
এক্সিম (এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট) ব্যাংক লি.	১৯৯৯	
বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লি.	১৯৯৯	
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	১৯৯৯	লোগোতে লেখা আছে, 'You can bank on us'
ফার্স্ট সিডিরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	১৯৯৯	
দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	১৯৯৯	
ব্যাংক এশিয়া লি.	১৯৯৯	বাংলাদেশের প্রথম এজেন্ট ব্যাংকিং প্রবর্তন করে।

ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	তথ্যকণিকা
দি ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	১৯৯৯	বাংলাদেশের আর্মি ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত
শাহজালাল ব্যাংক লি.	২০০১	
যমুনা ব্যাংক লি.	২০০১	
ব্র্যাক ব্যাংক লি.	২০০১	
এন আরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	২০১৩	
সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লি.	২০১৩	
ইউনিয়ন ব্যাংক লি.	২০১৩	
মেঘনা ব্যাংক লি.	২০১৩	
দি ফারমার্স ব্যাংক লি.	২০১৩	
এনআরবি ব্যাংক লি.	২০১৩	
মধুমতি ব্যাংক লি.	২০১৩	
এন আর বি গ্লোবাল ব্যাংক লি.	২০১৩	
সীমান্ত ব্যাংক লি.	২০১৬	'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ' এর সদস্যদের আর্থিক সেবার জন্য
প্রবাসী কল্যান ব্যাংক	২০১৮	প্রবাসীদের আর্থিক লেনদেন
কমিউনিটি ব্যাংক	২০১৮	বাংলাদেশ পুলিশ সদস্যদের আর্থিক লেনদেন

ঘ. বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক

ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	তথ্যকণিকা
স্টান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লি.	১৯০৫	বাংলাদেশে প্রথম বিদেশী ব্যাংক। বাংলাদেশের প্রথম মাস্টার কার্ড ও টেলি-ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করে। ২০০২ সালে Standard Chartered ও ANZ Grind lays ব্যাংকের মধ্যে একত্রীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
হাবিব ব্যাংক	১৯৭৬	
স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	১৯৭৬	
কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলোন লি.	২০০৩	
ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান লি.	১৯৯৫	
সিটি ব্যাংক অব এন.এ	১৯৯৫	
উরি ব্যাংক	১৯৯৬	
হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লি.	১৯৯৬	
ব্যাংক আলফালাহ লি.	২০০৫	

❑ বাণিজ্যিক ব্যাংক

যে ব্যাংক জনগণের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসাবে রাখে এবং ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ দেয়, তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলা হয়। যেমন- সোনালী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক। বাংলাদেশে ৫৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ-

* আমানত সংগ্রহ
* ঋণদান করা
* ঋণ আমানত সৃষ্টি করা
* বিল বাট্টাকরণ
* অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করা
* মূলধন গঠন
* বিনিয়োগ
* বিনিময়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করা
* অর্থ স্থানান্তর

❑ ব্যাংক হিসাব

ব্যাংক হিসাব ব্যাংকার ও গ্রাহকের মধ্যে এমন একটি চুক্তি, যার মাধ্যমে ব্যাংকে অর্থ জমা ও উত্তোলন করা যায়। জালিয়াতি ও অবৈধ অর্থ লেন-দেন রোধে হিসাব খোলার সময় গ্রাহকদের ব্যক্তিগত তথ্য সালিত ফরম পূরণ করতে হয় যা KYC Profit নামে পরিচিত। KYC এর পূর্ণরূপ Know Your Customer। ব্যাংক হিসাব প্রধানত তিন ধরনের। যথা-

ক) **চলিত হিসাব:** যে হিসাবের মাধ্যমে দৈনিক কার্যদিবসে যতবার প্রয়োজন অর্থ জমা ও উত্তোলনের মাধ্যমে লেনদেন পরিচালিত হয়, তাকে চলতি হিসাব বলে। এ হিসাবে কোনো প্রকার সুদ প্রদান করা হয় না। ব্যবসায়ীগণ সাধারণত অর্থের নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য এ হিসাব খুলে থাকেন।

খ) **সঞ্চয়ী হিসাব:** যে হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক কম আয়ের মানুষের সঞ্চয় সংগ্রহ করে, তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সাধারণ কার্যদিবসে এ হিসাব যতবার ইচ্ছে টাকা জমা দেওয়া যায় কিন্তু সপ্তাহে দুবারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যায় না। এ হিসাবে সামান্য সুদ দেওয়া হয়।

গ) **স্থায়ী হিসাব:** স্থায়ী আমানতের অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাখতে হয়। এই আমানতের উপর ব্যাংক অপেক্ষাকৃত বেশি হারে সুদ দেয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিনিময় মাধ্যম

০১. **চেক:** ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের লিখিত নির্দেশক কে বলা হয়। প্রস্তুতের তারিখ হতে সাধারণত ১৮০ দিন (৬ মাস) পর্যন্ত চেকের মেয়াদ থাকবে।

০২. **ব্যাংক ড্রাফট:** ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে ব্যাংক নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য দেশে বিদেশে তার শাখা বা প্রতিনিধিকে নির্দেশ দেয়।

০৩. **পে-অর্ডার:** এর মাধ্যমে একই নিকাশঘর এলাকায় স্থাপিত বাণিজ্যিক ব্যাংক নির্দিষ্ট শাখাকে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেয়।

০৪. **প্রত্যয় পত্র:** যে দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারককে তার পাওনা পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে, তাকে প্রত্যয় পত্র বা নিশ্চয়তাপত্র বলে।

০৫. **ব্যাংক গ্যারান্টি:** এর মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষ থেকে পাওনাদারকে দায় পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

০৬. **ডেবিট কার্ড:** ডেবিট কার্ড এমন এক ধরনের কার্ড যার দ্বারা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর মাধ্যমে গ্রাহক তার ব্যাংকে সঞ্চিত আমানতের অর্থ যেকোনো সময় ATM বুথ হতে উঠাতে পারে। যেমন- বাংলাদেশের প্রচলিত ATM কার্ডগুলো মূলত ডেবিট কার্ড।

০৭. **ক্রেডিট কার্ড:** ক্রেডিট কার্ড এমন এক ধরনের কার্ড যার দ্বারা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ধারে পণ্য কেনাবেচা থেকে শুরু করে যেকোনো ধরনের লেনদেন সম্পন্ন করা যায়। সাধারণত ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহককে এ ধরনের কার্ড সরবরাহ করে। এই ঋণ গ্রহণের জন্য ব্যাংককে বাৎসরিক একটি নির্দিষ্ট হারে চার্জ প্রদান করতে হয়। বিশ্বে বর্তমানে VISA, MASTER Card, American Express প্রভৃতি ক্রেডিট কার্ড প্রচলিত আছে।

❑ ক্যামেল রেটিং

আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচির আওতায় তফসিলি ব্যাংক সমূহের কার্যক্রম ও সার্বিক আর্থিক অবস্থা মূল্যায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত CAMELS রেটিং পদ্ধতি প্রবর্তন করে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক সমস্যা সংকুল ব্যাংকসমূহকে চিহ্নিত করে এদের কার্যক্রম সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। CAMELS পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি ব্যাংকের মূলধন, সম্পদ, ব্যবস্থাপনা, আয় তারল্য এবং বাজার ঝুঁকির প্রতি সংবেদনশীলতা বিবেচনার মাধ্যমে রেটিং করা হয়। বিবেচ্য বিষয়গুলোর ইংরেজি শব্দের প্রথম অক্ষর নিয়ে উচ্চারণ করা হয় রেটিং।

ব্যাংকের বিনিময় মাধ্যম

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো লেনদেনের ক্ষেত্রের নিচের মাধ্যমগুলো সৃষ্টি করেছে– চেক, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার, LC, ব্যাংক গ্যারান্টি, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড।

চেক	-	চেক হলো ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের লিখিত নির্দেশ।
বাহক চেক	-	যে চেক বাহক ব্যাংকে জমা দিলে ব্যাংক টাকা প্রদান করে, তাই বাহক চেক।
হুকুম চেক	-	প্রাপকের আদেশ বা অনুমোদন ছাড়া যে চেকের অর্থ অন্য কাউকে ব্যাংকে প্রদান করে না, তাই হুকুম চেক
দাগকাটা	-	এই চেকের বৈশিষ্ট্য হলো- বাহক বা হুকুম চেকের বামকোণে দুটি সমান্তরাল দাগকেটে চেক প্রস্তুত করা হয়।
ভ্রমণকারীর চেক	-	যে চেকের দেশ বা বিদেশে ভ্রমণের সময় ইস্যুকারি ব্যাংকের শাখা থেকে ভাঙানো যায়, তাই ভ্রমণকারীর চেক।
মার্কেট চেক	-	যে চেকের মাধ্যমে বিভিন্ন মার্কেটে এবং বড় বড় দোকানে বাজার করা যায়, তাই মার্কেট চেক। একে চেক কার্ডও বলা হয়। যেমন- VISA, MASTER card ইত্যাদি।
উপহার চেক	-	আপনজনকে উপহার দেওয়ার জন্য এই চেক ব্যবহার করা হয়।
ব্যাংক ড্রাফট	-	ব্যাংক যে ড্রাফটের মধ্যমে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য দেশে বিদেশে তার শাখা বা প্রতিনিধিকে নির্দেশ দেয় তাই ব্যাংক ড্রাফট।
পে-অর্ডার	-	যে অর্ডারের মাধ্যমে একই ক্লিয়ারিং হাউজের এলাকায় স্থাপিত বাণিজ্যিক ব্যাংক নির্দিষ্ট শাখাকে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেয় তাই পে-অর্ডার।
লেটার অব ক্রেডিট	-	যে পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারককে তার পাওনা পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে তাই নিশ্চয়তা পত্র বা লেটার অব ক্রেডিট।
ব্যাংক গ্যারান্টি	-	যে দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষ থেকে পাওনাদারকে দায় পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে তাই ব্যাংক গ্যারান্টি।
ডেবিট কার্ড	-	এই কার্ড দিয়ে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর মাধ্যমে গ্রাহক তার অ্যাকাউন্ট থেকে এটিএম বুথ থেকে যেকোনো সময় টাকা তুলতে পারে।
ক্রেডিট কার্ড	-	এই কার্ড ব্যবহার করে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ধারে পণ্য কেনাবেচাসহ যেকোনো প্রকার লেনদেন সম্পন্ন করা যায়। যেমন– ATM- Automated Teller Machine.

ব্যাংক হিসাব (Bank Account)

ব্যাংক হিসাব হলো ব্যাংকার ও গ্রাহকের মধ্যে একটি চুক্তি। এর মাধ্যমে ব্যাংকে টাকা জমা ও উত্তোলণ করা যায়। ব্যাংক হিসাব প্রধানত তিন প্রকার। যথা–

❑ চলতি হিসাব–

এই হিসাবে প্রতিদিন ব্যাংক থেকে যতবার প্রয়োজন টাকা জমা ও উত্তোলণ করা যায়। সাধারণত ব্যবসায়ীরা এ হিসাব খুলে থাকে।

❑ সঞ্চয়ী হিসাব–

এই হিসাবে প্রতিদিন ব্যাংক থেকে যতবার প্রয়োজন টাকা জমা ও উত্তোলণ করা যায়। সাধারণত ব্যবসায়ীরা এ হিসাব খুলে থাকেন।

BCS & PSC-এর বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

- বাংলাদেশে প্রথম মোবাইল ব্যাংকিং শুরু করে– ডাচ বাংলা ব্যাংক
- কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় যে সনে– ১৯৯৮
- বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি ব্যাংক– আরব-বাংলাদেশ ব্যাংক
- বাংলাদেশের যে প্রতিষ্ঠান মাইক্রোক্রেডিট সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা– গ্রামীণ ব্যাংক
- যে ব্যাংক বাংলাদেশের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীকে ঋণ দিয়ে দেশে ও বিদেশে সুনাম কুড়িয়েছে? – গ্রামীণ ব্যাংক
- বাংলাদেশে বর্তমানে তফসিলভুক্ত ব্যাংক রয়েছে– ৫৭টি
- বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস অবস্থিত– গাজীপুর
- ব্যাংক রেট (সুদের হার) হচ্ছে– কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রেট
- গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৮৩ সালে
- বাংলাদেশের শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম– বিএসইসি (BSEC)
- Bkash যে ব্যাংকের জয়েন্ট ভেঞ্চার হিসেবে কাজ করে– ব্রাক ব্যাংক
- বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ নয়– বিহিত মুদ্রার প্রচলন

- বর্তমান গ্রামীণ ব্যাংক 'গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প' রূপে কাজ শুরু করে– ১৯৭৬ সালে।
- বিশ্বের যে দেশ গ্রামীণ ব্যাংকের আদলে সে দেশে ক্ষুদ্র ঋণ চালু করে– জাপান
- অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর লক্ষ্যে 'গ্রামীণ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠার সময়কাল/ গ্রামীণ ব্যাংক যে সাল থেকে কাজ শুরু করে– ১৯৮৩
- কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৬১ সালে
- বাংলাদেশে যে ব্যাংক বিনা জামানতে ঋণদান করে– গ্রামীণ ব্যাংক
- বাংলাদেশের মাইক্রো ফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানের আনুমানিক সংখ্যা– ৬৮৮টি
- সাধারণত দরিদ্র মহিলারা ক্ষুদ্র ঋণীর যতভাগ– ৯৫ ভাগের বেশি
- বাংলাদেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক– সোনালী ব্যাংক
- এ উপমহাদেশে প্রথম ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয় যে আমলে– মোগল আমলে
- যে ব্যাংক সরকারি ও বেসরকারি যৌথ মালিকানাভুক্ত– রূপালি ব্যাংক
- বাংলাদেশের যে ব্যাংক দীর্ঘদিন মালদ্বীপের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কাজ করে– আইএফআইসি ব্যাংক

মুদ্রাব্যবস্থা

মুদ্রা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

বিনিময়ের সর্বোৎকৃষ্ঠ মাধ্যম	মুদ্রা
মুদ্রা তৈরীতে ব্যবহৃত উপকরণ	ধাতব ও কাগজ
আন্তর্জাতিক লেনদেনে বাংলাদেশি টাকার কোড	BDT
উপমহাদেশে প্রথম কাগজে মুদ্রা চালু করে	লর্ড ক্যানিং, ১৯৫৭ সালে
বাংলাদেশে প্রথম কাগজের নোট চালু হয়	৪ জানুয়ারি, ১৯৭৩ সালে
বাংলাদেশের প্রথম কাগজের নোট	১ ও ১০০ টাকার নোট
মুদ্রার ভাসমান বিনিময় হার চালু হয়	১ জুন, ২০০৩ সালে
১ টাকার মুদ্রার স্লোগান	পরিকল্পিত পরিবার, সবার জন্য খাদ্য

সরকারি নোট

সরকারি নোটের মালিকানা	বাংলাদেশ সরকারের তথ্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের
এতে স্বাক্ষর থাকে	অর্থ সচিবের
বাংলাদেশের বর্তমান সরকারি নোট	তিনটি। যথা: এক, দুই ও পাঁচ টাকার নোট সরকারি নোট।

ব্যাংক নোট

ব্যাংক নোটের মালিকানা	বাংলাদেশ ব্যাংকের
এতে স্বাক্ষর থাকে	বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের
বাংলাদেশে বর্তমান ব্যাংক নোট	ছয়টি

বিভিন্ন মুদ্রার পরিচয়

নোট	মুদ্রা মান	ধরন	চালু হয়	তৈরি হয়	মুদ্রার যে ছবি আছে/স্লোগান
সরকারি নোট	১	ধাতব	১৯৯৩	কানাডা	পরিকল্পিত পরিবার
	২	ধাতব	২০০৪		স্লোগান: সবার জন্য শিক্ষা
		কাগজ	১৯৮৮		কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, জাতীয় পাখি দোয়েল
	৫	ধাতব	১৯৯৫	কানাডা	বঙ্গবন্ধু সেতু
ব্যাংক নোট	১০	পলিমার	২০০০	অস্ট্রেলিয়া	টাঙ্গাইলের আতিয়া জামে মসজিদ
	২০	কাগজ	১৯৮০		ছোট সোনা মসজিদ
	৫০	কাগজ	১৯৭৫		রাজশাহীর বাঘা মসজিদ ও জাতীয় সংসদ
	১০০	কাগজ	৪মার্চ, ১৯৭২		জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও বঙ্গবন্ধু সেতু
	১০০০	কাগজ	২০০৮		কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও কার্জন হল

সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস

বাংলাদেশের একমাত্র টাকা ছাপানোর প্রেস	দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লি.
অবস্থান	গাজীপুর
প্রতিষ্ঠা লাভ	১৯৮৮ সালে
এখান থেকে প্রথম মুদ্রিত হয়	১০ টাকার নোট
টাকা ছাপানোর কাগজ আমদানি করা হয়	সুইজারল্যান্ড থেকে

BCS & PSC-এর বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

- স্বাধীন বাংলাদেশে ১০০ টাকার নোট প্রথম চালু হয়– ৪ মার্চ ১৯৭২
- 'সবার জন্য শিক্ষা' স্লোগানটি বাংলাদেশে প্রচলিত যে মুদ্রার বহন করে– ২ টাকা
- এক ও দুই টাকার নোটে স্বাক্ষর থাকে– অর্থ সচিবের
- বাংলাদেশে ব্যাংক নোট– ৬টি
- এ উপমহাদেশে প্রথম কাগজের মুদ্রা চালু হয়– ১৮৫৭
- যে ধাতব মুদ্রায় বঙ্গবন্ধু সেতুর প্রতিকৃতি ব্যবহৃত হয়েছে– ৫ টাকার মুদ্রার
- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান– ৪৮
- আন্তর্জাতিক লেনদেনে বাংলাদেশি টাকার কোড– BDT
- বাংলাদেশের নিজস্ব মুদ্রা চালু হয়/মুদ্রা হিসাবে টাকা চালু হয়– ৪ মার্চ ১৯৭২

- বাংলাদেশের কাগজের নোট প্রথম চালু হয়– ৪ মার্চ, ১৯৭২
- বাংলাদেশে ধাতব মুদ্রা চালু হয়– ৪ জানুয়ারি, ১৯৭৩ সালে
- ১০ টাকার পলিমার নোটটি বাংলাদেশে প্রথম চালু হয়– ২০০০ সালে
- বাংলাদেশে ব্যাংক নোট– ৬টি
- আমাদের দেশে সর্বোচ্চ যত টাকা মানের কাগজের নোট প্রচলিত আছে– ১০০০
- বাংলাদেশে কাগজের নোট আছে– ৯টি
- বাংলাদেশে ১০০০ টাকা মূল্যমানের নোট চালু হয়েছে ২৭ অক্টোবর, ২০০৮ থেকে
- বাংলাদেশে চালু পলিমার নোটটি মুদ্রিত– অস্ট্রেলিয়ায়
- বাংলাদেশের ৫০০ টাকার নোট ছাপানো হয়– জার্মানী থেকে

বীমা ব্যবস্থাপনা

বীমা হলো অর্থের বিনিময়ে জীবন, সম্পদ বা মালামালের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির ন্যায়সঙ্গত ও নির্দিষ্ট ঝুঁকি স্থানান্তর। এর মাধ্যমে ব্যক্তি বা বীমা প্রতিষ্ঠান অর্থের বিনিময়ে মক্কেলের আংশিক বা সমস্ত সম্ভাব্য ঝুঁকি গ্রহণ করে। এটি অনিশ্চিত ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি অংশ।

ইতিহাস থেকে জানা যায় ১১৮২ সালে ফ্রান্স হতে বিতাড়িত ইহুদি ব্যবসায়ীগণ ইতালিতে এসে সর্বপ্রথম বীমা ব্যবসায়ের প্রচলন ঘটান।

তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশের বীমা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পৃথিকৃৎ– খুদা বক্স
- বর্তমানে দেশে বীমা প্রতিষ্ঠান রয়েছে– ৭৮ টি
- বাংলাদেশে সরকারি/রাষ্ট্রায়াত্ত বীমা প্রতিষ্ঠান– দুটি।
  যথা: জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন।
- বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জীবন বীমা– ৩০টি (সাধারণ বীমা ৪৭টি)।
- বাংলাদেশে চালু একমাত্র বিদেশী বীমা কোম্পানির নাম– মেটলাইফ।
- বাংলাদেশে বীমাসংস্থাগুলোকে জাতীয়করণ করা হয়– ১৯৭২ সালে।
- বীমা কর্পোরেশন আইন পাস হয়– ১৯৭৩ সালে
- সাধারণ বীমা ও জীবন বীমা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে– ১৪ মে ১৯৭৩।
- বীমা খাত যে মন্ত্রণালয়ের অধীন– অর্থ মন্ত্রণালয় (পূর্বে ছিল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়)।
- জীবন বীমার ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধন– ৩০ কোটি (পূর্বে ছিল ৭.৫০ কোটি)
- সাধারণ বীমার ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধন– ৪০ কোটি (পূর্বে ছিল ১৫ কোটি)।
- IDRA এর পূর্ণরূপ: Insurance Development and Regulatory Authority
- বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (IDRA) প্রতিষ্ঠিত হয়– ২৬ জানুয়ারি ২০১১
- বাংরাদেশের একমাত্র সরকারি বীমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান– Bangladesh Insurance Academy (BIA)

Teacher's Work

১. বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (Perspective Plan) সময়সীমা কত? *[৪৪তম বিসিএস]*

ক. ২০২১-২৩০ খ. ২০২৪-২০৩২
গ. ২০২১-২০৪১* ঘ. ২০২২-২০৫০

২. একনেক (ECNEC)- এর প্রধান কে? *[৪৩তম বিসিএস]*

ক. প্রধানমন্তী খ. অর্থমন্ত্রী
গ. বাণিজ্যমন্ত্রী ঘ. পরিকল্পনা মন্ত্রী

৩. 'সেকেন্ডারি মার্কেট' কিসের সাথে সংশ্লিষ্ট? *[৪৩তম বিসিএস]*

ক. শ্রম বাজার খ. চাকুরি বাজার
গ. স্টক মার্কেট ঘ. কৃষি বাজার

৪. বাংলাদেশ সরকার কোন খাত থেকে সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় করে? *[৪৩, ২৪তম বিসিএস]*

ক. আয়কর খ. ভূমিকর
গ. আমদানি-রপ্তানি শুল্ক ঘ. মূল্য সংযোজন কর

৫. ২০২২ সালে বাংলাদেশের Percapita GDP (nominal) কত? *[৪০তম বিসিএস]*

ক. ৳ ১,৭৫০ মার্কিন ডলার খ. ৳ ২,৮২৪ মার্কিন ডলার
গ. ৳ ১,৭৫২ মার্কিন ডলার ঘ. ৳ ১,৭৫৩ মার্কিন ডলার

৬. ২০২২ সালে বাংলাদেশের GDP-তে শিল্প খাতের অবদান কত শতাংশ ছিল? *[৪০তম বিসিএস]*

ক. ২৯.৬৬% খ. ৩০.৬৬%
গ. ৩২.৬৬% ঘ. ৩৭.০৭%

৭. Alliance যে দেশভিত্তিক গার্মেন্টস ব্রান্ডগুলোর সংগঠন- *[৪০তম বিসিএস]*

ক. যুক্তরাজ্যের খ. যুক্তরাষ্ট্রের
গ. কানাডার ঘ. ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের

৮. বাংলাদেশের ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য কত বরাদ্দ আছে? *[৩৯তম বিসিএস]*

ক. ২,৪৬,০৬৪ কোটি টাকা খ. ১,৭৩,০০০ কোটি টাকা
গ. ১,৭০,০০০ কোটি টাকা ঘ. ১,৭১,০০০ কোটি টাকা
[বর্তমান ২,৫৯,৬১৭ কোটি টাকা]

৯. বাংলাদেশের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে জিডিপির প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধির হার কত? *[৩৯তম বিসিএস]*

ক. ৭.৫০ শতাংশ খ. ৮.০০ শতাংশ
গ. ৭.২৮ শতাংশ ঘ. ৭.৬৫ শতাংশ

১০. ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে প্রতিবছর বাংলাদেশের গড় প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা। *[৩৮তম বিসিএস]*

ক. ৭.০০% খ. ৭.১২%
গ. ৭.৩০% ঘ. ৮.৫১%

১১. বাংলাদেশের সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী বিষয় কি? *[৩৬তম বিসিএস]*

ক. প্রবাসী শ্রমিক খ. পাট
গ. রেডিমেট গার্মেন্টস ঘ. চামড়া

১২. বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী প্রধান পণ্য/খাত/শিল্প কোনটি? *[৩৩তম, ২২তম ও ২১তম বিসিএস]*

ক. পাট ও পাটজাত পণ্য খ. চা
গ. হিমায়িত চিংড়ি ঘ. তৈরি পোশাক

১৩. মূল্য সংযোজন কর বাংলাদেশে কখন থেকে চালু হয়? *[২৫তম বিসিএস]*

ক. ১ জুলাই, ১৯৯১ খ. ১ জুলাই, ১৯৯৩
গ. ১ জুলাই, ১৯৯৫ ঘ. ১ জানুয়ারি, ১৯৯৬

১৪. সম্প্রতি গার্মেন্টসসহ কতিপয় দ্রব্য বিনাশুল্কে কোন দেশে প্রবেশাধিকার পেয়েছে? *[২৪তম বিসিএস]*

ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. কানাডা
গ. জাপান ঘ. চীন

১৫. বাংলাদেশের প্রথম 'ইপিজেড' কোথায় স্থাপিত হয়? *[২০তম বিসিএস]*

ক. সাভারে খ. চট্টগ্রামে
গ. মংলায় ঘ. ঈশ্বরদীতে

১৬. ঘোড়াশাল সার কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম কি? *[১৪ বিসিএস]*

ক. টিএসপি খ. ইউরিয়া
গ. পটাশ ঘ. এমোনিয়াম সালফেট

উত্তরমালা

১	গ	২	খ	৩	গ	৪	ঘ	৫	খ	৬	ঘ	৭	খ	৮	খ	৯	ক	১০	ঘ
১১	গ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	ক	১৫	খ	১৬	খ								

Home Work

Teacher's Class Work অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে করবে এবং পরে উত্তর মিলিয়ে নিতে হবে।

১. বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি ব্যাংক কোনটি?

ক. ন্যাশনাল ব্যাংক খ. আরব বাংলাদেশ ব্যাংক
গ. আইএফআইসি ব্যাংক ঘ. দি সিটি ব্যাংক

২. বাংলাদেশে প্রথম রেডিক্যাশ চালু করে-

ক. বাংলাদেশ ব্যাংক খ. জনতা ব্যাংক
গ. অগ্রাণী ব্যাংক ঘ. ইসলামী ব্যাংক

৩. কোন ব্যাংক বাংলাদেশে প্রথম টেলি ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করে?

ক. National Bank
খ. Grindlays Bank
গ. Standard Chartered Bank
ঘ. American Express Bank

৪. কোন ব্যাংক বাংলাদেশে প্রথম মাস্টার কার্ড চালু করে?

ক. সোনালী ব্যাংক খ. অগ্রাণী ব্যাংক
গ. ANZ Grindlays ঘ. American Express Bank

৫. বাংলাদেশে প্রথম মোবাইল ব্যাংকিং শুরু করে-

ক. ডাচ বাংলা ব্যাংক খ. ব্র্যাক ব্যাংক
গ. ইস্টার্ন ব্যাংক ঘ. যমুনা ব্যাংক

৬. দেশের প্রথম এজেন্ট ব্যাংকিং চালু করে কোন ব্যাংক?

ক. মার্কেন্টাইল ব্যাংক খ. ব্যাংক এশিয়া
গ. ইস্টার্ন ব্যাংক ঘ. ব্র্যাক ব্যাংক

৭. সোনালী ব্যাংক কোন কাজটি করে?

ক. মুদ্রা প্রচলন খ. বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ
গ. ব্যাংক হার নির্ধারণ ঘ. ঋণদান

৮. বাংলাদেশের কৃষির ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য কতটি উন্নয়ন ব্যাংক আছে?

ক. ১ খ. ২ গ. ৫ ঘ. ১০

৯. বাংলাদেশের অন্যতম বিশেষায়িত ব্যাংক-

ক. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক খ. সোনালী ব্যাংক
গ. অগ্রাণী ব্যাংক ঘ. রূপালী ব্যাংক

১০. কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?

ক. ১৯৪৭ খ. ১৯৬৫
গ. ১৯৬৯ ঘ. ১৯৭৩

১১. বাংলাদেশে কৃষি ঋণের প্রধান উৎস-

ক. গ্রাম্য মহাজন খ. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
গ. আত্মীয় স্বজন-বন্ধু বান্দব ঘ. সমবায় ঋণদান সমিতি

১২. নিচের কোনটি একটি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান?

ক. Islami Bank Bangladesh Ltd.
খ. Rajshahi Krishi Unnayan Bank
গ. Bangladesh Commerece Bank Ltd
ঘ. Mutual Trust Bank Ltd.

Self Study

১৩. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক স্থাপিত হয়-
ক. ১৯৮৭ খ. ১৯৬৮ গ. ১৯৭২ ঘ. ১৯৯১

১৪. কোনটি কৃষি ব্যাংকের কাজ নয়?
ক. সেচ প্রকল্পে অর্থ সংস্থান
খ. সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে তোলা
গ. ফসল উৎপাদনের অর্থ সংস্থান
ঘ. গ্রুপ সংগঠনের মাধ্যমে সদস্যদের ঋণ প্রদান

১৫. কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সালে?
ক. ১৯৯৫ খ. ১৯৯৬ গ. ১৯৯৮ ঘ. ২০০১

১৬. কর্মসংস্থান ব্যাংকের ঋণ দেওয়ার উদ্দেশ্য-
ক. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা
খ. শিল্পে বিনিয়োগ করা
গ. সমবায় আন্দোলন তরান্বিত করা
ঘ. বেকার সমস্যার সমাধান

১৭. পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সালে?
ক. ২০১৪ খ. ২০১৬ গ. ২০১৭ ঘ. ২০১৮

১৮. In the CAMELS bank-rating system, the letter 'A' Stands for:
ক. Average quality খ. Asset quality
গ. Adequate quality ঘ. Annual quality

১৯. CAMELS rating is a synonym that-
ক. Ranks camels according to their quality
খ. Assigns a numerical rating to banks
গ. Allows banks to operate in a developing country
ঘ. Ranks camels according to their price

২০. বাংলাদেশে কত শ্রেণির ব্যাংক রয়েছে?
ক. ৩ শ্রেণি খ. ২ শ্রেণি
গ. ৪ শ্রেণি ঘ. ৫ শ্রেণি

উত্তরমালা

১	খ	২	খ	৩	গ	৪	গ	৫	ক	৬	খ	৭	ঘ	৮	খ	৯	ক	১০	ঘ
১১	খ	১২	খ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	গ	১৬	ক	১৭	ক	১৮	খ	১৯	খ	২০	খ

Class Exam

১. বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সন কোনটি?
ক. ১ জানুয়ারি- ৩১ ডিসেম্বর খ. ১ জুলাই- ৩০ জুন
গ. ১ বৈশাখ- ৩০ চৈত্র ঘ. ১ মার্চ- ২৮ ফেব্রুয়ারি

২. বাংলাদেশে কোন তারিখ থেকে অর্থবছর শুরু হয়?
ক. ১লা বৈশাখ খ. ১লা জানুয়ারি
গ. ১লা জুলাই ঘ. ৩০ শে জুন

৩. বাজেট বলতে বুঝায়-
ক. আগামী আর্থিক বছরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়
খ. বিগত আর্থিক বছরের আয় ব্যয়
গ. যে কোন আর্থিক বছরের আয় ও ব্যয়
ঘ. ২০০৫-০৬ সালের আয় ও ব্যয়

৪. কোন অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম বাজেট ঘোষণা করেন?
ক. ড. এ. আর মল্লিক খ. তাজউদ্দিন আহমদ
গ. ড. এম. এন. হুদা ঘ. এম সাইদুজ্জামান

৫. বাংলাদেশে সাধারণত প্রণয়ন করা হয়-
ক. উদ্বৃত্ত বাজেট খ. ঘাটতি বাজেট
গ. সুষম বাজেট ঘ. সম্পূরক বাজেট

৬. ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট বাংলাদেশের কততম বাজেট?
ক. ৪৭তম খ. ৪৬তম
গ. ৫১তম ঘ. ৪৮তম

৭. ২০২২-২৩ সালের বাজেটের স্লোগান কী?
ক. উন্নয়নের জোয়ারে বাংলাদেশে
খ. কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় প্রত্যাবর্তন
গ. উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ
ঘ. সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ

৮. কে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশের বাজেট ঘোষণা করেন?
ক. স্পিকার
খ. অর্থ মন্ত্রী
গ. অর্থ সচিব
ঘ. প্রধানমন্ত্রী

৯. বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট ২০২১-২২ এ মোট ব্যয় ধরা হয়েছে-
ক. ৪,০৩,৬৮১ কোটি টাকা
খ. ৫,০৩,৬৮১ কোটি টাকা
গ. ৬,০৩,৬৮১ কোটি টাকা
ঘ. ৬,৭৮,০৬৪ কোটি টাকা

১০. ২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয় কোন খাতে?
ক. কৃষি
খ. শিক্ষা ও প্রযুক্তি
গ. স্বাস্থ্য
ঘ. জনপ্রশাসন

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি iddabari কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেওয়া এ্যাসাইনমেন্ট এর বাংলাদেশ বিষয়াবলি অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।